খাদ্য ও পণ্য-দ্রব্যে ভেজাল: ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার
[বাংলা - bingali - بنغالي[

ড. মো: আবদুল কাদের

সম্পাদনা:
আলী হাসান তৈয়ব

2011 - 1432

الغش في الأطعمة وسلع التجارة: حكمه وكيف عالجه الإسلام

« باللغة البنغالية »

الدكتور محمد عبد القادر

مراجعة: علي حسن طيب

2011 - 1432

IslamHouse.com

খাদ্য ও পণ্য দ্রব্যে ভেজাল : ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার

মহান আল্লাহ বাণী : ﴿وَأَحَـلَّ اللّـهُ الْبَيْـعَ وَحَـرَّمَ الرِّبَا﴾ অর্থাৎ, “আল্লাহ্ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম।”[1] জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য এক মহতী পেশা। এর মাধ্যমে যেমনি ব্যক্তি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করে, অনুরূপভাবে পরকালীন জীবনেও মুক্তি ও সফলতা লাভে ধন্য হয়। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই তার ব্যবসা নীতিতে কোন প্রকার ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যার আশ্রয়, শঠতা ও অসৎ উদ্দেশ্য স্থান পেতে পারে না। আর এটাই হল ইসলামের ব্যবসা নীতি। অতএব, ব্যবসার ক্ষেত্রে ইসলামী নীতি অনুসৃত হলে ভেজালমুক্ত খাদ্য ও পণ্যদ্রব্য সরবরাহ সম্ভব এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি-জাতি, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সমাজ ও রাষ্ট্র সকলেই উপকৃত হবে। ভেজাল নামক ঘাতক থেকে রক্ষা পাবে। নিম্নে ইসলামের দৃষ্টিতে ভেজালের স্বরূপ ও এর প্রতিকারে ইসলামী নির্দেশনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

ভেজালের স্বরূপ

ভেজাল একটি বহুল প্রচলিত বাংলা শব্দ। এর অর্থ হলো : নিকৃষ্ট, খাঁটি নয় এমন নিকৃষ্ট দ্রব্য মিশ্রণ, গণ্ডগোল, ঝামেলা, বিশৃঙ্খলা।[2] নিকৃষ্ট পদার্থ মিশ্রিত, কৃত্রিম মেকি।[3] এর আরবি প্রতিশব্দ : مزيـف، مغشـوش এবং غاشة[4] ইংরেজিতে একে adulterant, contaminant, impurity, trouble, tangle, hitch, snag, spurious, corrupt[5] প্রভৃতি শব্দে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নিকৃষ্ট পদার্থ যা উৎকৃষ্ট পদার্থের সাথে মিশানো হয়। কিংবা নিকৃষ্ট পদার্থ মিশ্রিত খাঁটি বা বিশুদ্ধ নয় এমন যে কোন বস্তুকে ভেজাল বলে।[6] পবিত্র কুরআনে ভেজালের প্রতিশব্দ خبـائث এবং এর বিপরীত শব্দ হিসেবে طيبـات এর উল্লেখ রয়েছে। অতএব ভেজাল মানে অপবিত্র, নিকৃষ্ট খাবার-পানীয় যা অকল্যাণকর ও অস্বাস্থ্যকর।[7] এ ভেজালের মহাসমারোহ চলছে বিশ্বব্যাপী নানা কৌশলে, মুখরোচক ও দৃষ্টিনন্দন পদ্ধতিতে, তবে বস্তুর তারতম্য ও স্থান, কাল, পাত্রের ব্যবধানে ভেজালেরও বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে পরিচালিত ভেজাল বিরোধী অভিযানে ভেজালের যে বীভৎস চিত্র ধরা পড়েছে, তা দেশবাসীকে একদিকে হতবাক করেছে, অন্যদিকে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত হাজারো অজানা শঙ্কা। এ সব ভেজালের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

---

[1] ১. আল-কুরআন : ২:২৭৫।

[2] ২. মোসলেম উদ্দিন, আধুনিক বাংলা অভিধান, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ জুন, ১৯৮৫), পৃ. ৬৩৯।

[3] ৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, একবিংশতম মুদ্রণ, মে ১৯৯৭), পৃ. ৫৪৯।

[4] ৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, বাংলা-ইংরেজী-আরবী ব্যবহারিক অভিধান, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ৪১৩।

[5] ৫. Editorial board, Bangali English dictionary (Dhaka: Bangla Academy, Tenth reprint, April 1999) P. ৬২১.।

[6] ৬. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯।

[7] ৭. মহান আল্লাহর বাণী : ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ অর্থাৎ, “তিনি তাদের জন্য যাবতীয় তাইয়্যেবাত বা পবিত্র ও উৎকৃষ্টকে বৈধ করেন এবং খাবাইস তথা নাপাক-নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করেন”। (সূরা : আরাফ: ১৫৭)

2

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]. ‘[illegible]’ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

মিশ্রিত -কারী নৈতিক গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আত্মস্বার্থ চিন্তা, অর্থলিপ্সা ও নোংরা মন -মানসিকতা তার নৈতিকতা বোধ ও বিবেককে ধ্বংস করে দেয়। তার যাবতীয় চিন্তা -চেতনা মুনাফাখোরী[17] ও পুঁজিবাদী[18] অর্থ ব্যবস্থার আবর্তে ঘূর্ণায়মান থাকে। মহান আল্লাহ ও মানুষের কাছে সে একজন প্রতারক, ঘাতক ও জালেম হিসেবে পরিগণিত হয়।

ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী নির্দেশনা

১. তাকওয়ার লালন

একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসা ক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহর স্মরণে ব্রতী হতে হবে। কেননা ব্যবসা হলো জীবিকা অর্জনের একটি উপলক্ষ মাত্র। এক্ষেত্রে সর্বদা আল্লাহ ভীতি অন্তরে পোষণ করেত হয়। যখনই কোন ব্যক্তির মাঝে এ ধরনের ধারণা লালিত হতে থাকে, তখন তার যাবতীয় কাজ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা তথা শরী ‘আত অনুযায়ী হতে বাধ্য। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি অণু -পরমাণুসহ সকল সৃষ্টি -জীবের কোন কিছুই আল্লাহর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না। প্রতিটি কথা কর্মের জন্য তাঁর নিকট হিসেব দিতে হবে। অতএব, কোন ব্যক্তিই তখন আর তাঁর অবাধ্য হতে পারে না। কোন ব্যক্তির সাথে অসৎ লেন -দেনও প্রতারণা করতে পারে না। ইসলাম মানুষের অভ্যন্তরে এ ধরনের চিন্তার বীজ বপন করে থাকে এরই নাম ‘তাকওয়া’। এভাবে ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রহরী হয়ে যায়। এ মর্মে কুরআনুল কারিমে এসেছে :

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

“তোমরা যেখানেই থাকন কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন”[19] অন্যত্র এসেছে : ﴿يَعْلَمُ خَائِنَـةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ “চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত”।[20]

২. আখেরাতে জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন হওয়া

প্রত্যেক মানুষের দুটি জীবন রয়েছে। একটি ইহকালীন, অপরটি পরকালীন। ভেজাল ব্যবসায়ীকে মনে রাখতে হবে যে, ভেজালের মাধ্যমে দুনিয়াতে পার পাওয়া গেলেও পরকালীন প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী। কেননা আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন কিছুই গোপন নেই।[21] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

عن أبي هريرة ط أن رسول الله ص قال: أتدرون ما المفلس؟ قـالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصـيام وزكـاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هـذا وضـرب هـذا فيعطى هـذا من حسـناته وهـذا من حسـناته فـإن فـنيت حسـناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব -গরীব ? সাহাবাগণ বললেন : আমাদের মধ্যে গরীব

---

[17] ১৭. এটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (মুনাফা +খোর < খোরী)। মুনাফা শব্দটি আরবী منفعة (মানফা ‘আ) থেকে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে। যার অর্থ হচ্ছে, লাভ বা লভ্যাংশ। ইংরেজিতে একে Profit বলে। আর খোর বা খোরী শব্দটি ফারসী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে। যার অর্থ সাধারণত নিন্দার্থে অর্থাৎ যে খায় বা ভোগ করে। যেমন, সুদখোর, ঘুষখোর। অতএব প্রচলিত অর্থে : ব্যবসা -বাণিজ্য ইত্যাদিতে যে ন্যায় -নীতি বিসর্জন দিয়ে অতিরিক্ত লাভ করে তাকে মুনাফাখোর বলে। আর এ ধরনের কাজ করাকে বলা হয় মুনাফা খোরী। দ্রষ্টব্য : সহজ বাংলা অভিধান, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্র “য়ারি, ১৯৯৫), পৃ : ৩৩২।

[18] ১৮. পুঁজিবাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ Capitalism, আরবীতে একে رأسمالية ব্যক্তি মালিকানা সীমাহীন অধিকারের ভিত্তিতে অবৈধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইচ্ছেমত সম্পদ উপার্জন ও ভোগের সুযোগ সৃষ্টিকারী ব্যবস্থাই পুঁজিবাদি অর্থ ব্যবস্থা।

[19] ১৯. আল-কুরআন: ৫৭: ৪।

[20] ২০. আল-কুরআন: ৪০: ১৯।

[21] ২১. আল-কুরআন: ৩: ৫।

5

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذِّي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟

"[illegible]" [illegible]: "[illegible]! [illegible]" [illegible]"[32] [illegible]: "[illegible]! [illegible]" [illegible] [illegible]: [illegible]! [illegible]: [illegible]! [illegible]?"[33]

[illegible]:

يا معشر التجار! إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق.

"[illegible]! [illegible]"[34]

[illegible]

[illegible]

[31] [illegible], [illegible], (ط[illegible]: [illegible], [illegible]. [illegible]) [illegible]

[32] [illegible]: [illegible]

[33] [illegible], [illegible]

[34] [illegible]

এবং এটিই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বৈধ উপায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه

“সন্তুষ্টি চিত্তে না দিলে কোন মুসলমানের সম্পদ কারো জন্য হালাল হতে পারে না।”[35]

পবিত্র কুরআনে এসেছে :

﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

“কেবলমাত্র পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।”[36]

৬. ক্রয়-বিক্রয়ে অসত্য ও মিথ্যা শপথের আশ্রয় না নেয়া

মিথ্যা বলা সাধারণত এক জঘন্য অপরাধ। তদুপরি পণ্য প্রসারে মিথ্যা শপথ অবলম্বন আরও মারাত্মক অন্যায়। ভেজাল, নকল ও নিম্ন মানের পণ্য ক্রেতা সাধারণের হাতে তুলে দেয়ার এটি অন্যতম কৌশল। আর এক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকাসমূহ, রেডিও ও টেলিভিশনকে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কে কত শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারবে তার চলছে রীতিমত প্রতিযোগিতা। আর সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানানোর ক্ষেত্রে বড়ই পটু। এ জাতীয় মিথ্যুক ও ভেজাল ব্যবসায়ীদেরকে কুরআনে কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।[37] তদুপরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে পণ্য বাজারজাত করা থেকে সতর্ক করেছেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

كان رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم يخـرج إلينا وكنا تجـارا وكـان يقـول : يا معشر التجار إياكم والكذب.

“ওয়াসিলা ইবন আল আশকা ‘ বলেন: আমরা যখন ব্যবসা করতাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাদের কাছে এসে বলতেন : হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মিথ্যাচার থেকে সর্তক থাক।”[38]

আবু যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

ثلاثة لا يكلمهم الله يـــوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يـــزكيهم ولهم عـــذاب أليم. قـــال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر: خابوا وخسـروا من هم يا رسول الله ؟ قال: "المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".

“তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা ‘আলা কিয়ামতের দিন তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।’ তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। আমি বললাম : নিশ্চয়ই এরা ক্ষতিগ্রস্ত ও হতভাগা। কিন্তু তারা কারা, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন : ‘যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করে; যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়, আর যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করে।[39]

অপর এক হাদিসে এসেছে, আব্দুর রহমান শিবল বলেন :

---

[35] ৩৫. ইমাম আহমদ, মুসনাদ আহমাদ ইবন্ হাম্বল, খ.৫ পৃ .৭৩। তবে হাদীসটির সনদ দূর্বল।

[36] ৩৬. আল-কুরআন: ৪:২৯।

[37] ৩৭. মহান আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

“যারা আল্লাহর সাথে কৃতপ্রতিশ্র“তি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশ্রদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য মমন্তুদ শাস্তি রয়েছে। (আল-কুরআন, ৩:৭৭) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে এসেছে :

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أن رجلا أقـام سـلعة وهو في السـوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين.

অর্থাৎ “এক ব্যক্তি বাজারে তার পণ্য বিছিয়ে একজন মুসলমানকে প্রতারিত করার জন্য বলতে থাকে; আল্লাহর কসম! আমি যে মূল্যে দিয়েছি, হে মূল্যে আমি কিনতে পারিনি।” তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। [ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, হাদীস নং - ১৯৮২]।

[38] ৩৮. ইমাম তাবারানী, আল-মু ‘জামুল কাবীর, খ. ২২, পৃ . ৫৬, হাদীস নং ১৩২।

[39] ৩৯. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং -১০৬।

9

قال رسول الله ﷺ: إن التجار هم الفجار قال: قيـل: يا رسـول الله أو ليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون ويأثمون

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘ব্যবসায়ীরা পাপিষ্ঠ।’ তখন তারা বলল : হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ কি ব্যবসাকে হালাল করেননি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, কিন্তু তারা কথা বললে মিথ্যা বলে এবং শপথ করে ও গুনাহ্গার হয়।”[40]

মিথ্যা শপথে পণ্য বিক্রয়ের অভ্যস্ত ব্যবসায়ীগণ শুধুমাত্র পারলৌকিক জীবনেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং দুনিয়ার জীবনেও তাদের এসব উপায় অবলম্বনে যে ব্যবসা হয় তার অশুভ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" أو قال: "حتى يتفرقا. فـإن صـدقا وبينـا: بـورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا: محقت بركة بيعهما"۔

“যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে ও যথাযথ অবস্থা বর্ণনা করে, তবে তাদের ক্রয় বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয় বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।”[41]

এছাড়াও এ ধরনের ব্যবসায়ীর উপর সর্বদা আল্লাহ অভিসম্পাত দিয়ে থাকেন। উপার্জনে বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া তাদের শ্রম পণ্ড হওয়ারই অর্থ বহন করে। অতএব এ ধরনের গর্হিত কাজ থেকে ব্যবসায়ীদের বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

৭. বিক্রির ক্ষেত্রে পণ্যের দোষত্রুটি প্রকাশ করা

পণ্য দ্রব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী কাজ। বিক্রেতাকে অবশ্যই পণ্যের দোষ-ত্রুটি ক্রেতার সামনে উপস্থাপন করতে হবে। এতে বরকত হাসিল হয়। পক্ষান্তরে তারা যদি তা গোপন করে ও মিথ্যা কথা বলে তাহলে তাদের ক্রয় বিক্রয়ের বরকত তুলে নেয়া হয়। কোন মুসলমানের জন্য এ ধরনের দোষ গোপন করা সমীচিন নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

المسلم أخو المسلم . ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له.

“মুসলমান মুসালমানের ভাই। এটা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের কাছে এমন কোন বস্তু বিক্রয় করবে যাতে কোন ত্রুটি আছে, অথচ সে তা প্রকাশ করে দেবে না।”[42]

এ ধরনের জঘন্য কাজ কোন মুসলমান তো দূরের কথা, মানুষ নামের কেউই তা করতে পারে না এ মর্মে উক্বা ইবন্ ‘আমের বলেন:

لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره

“জেনে-শুনে কোন ত্রুটিযুক্ত পণ্য বিক্রি করা কোন ব্যক্তির জন্যই বৈধ হতে পারে না। যতক্ষণ না এ ব্যাপারে ক্রেতাকে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়।”[43]

৮. দ্রব্যমূল্য নিয়ে কোনরূপ ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করা

ইসলাম পণ্য দ্রব্যকে তার যথাযথ মালিকের নিকট সোপর্দ করতে বদ্ধ পরিকর। সেক্ষেত্রে যাতে কোন প্রকার সুযোগ সন্ধানী ও শোষণের অবকাশ না থাকে সেদিকেও দৃষ্টি রেখেছে ইসলাম। কারণ, যদি এমনটি হয়, তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া এগুলো প্রতারণারও অন্তর্ভুক্ত। তাইতো ইসলাম প্রতারণার মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির যাবতীয় পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

---

[40]

[41] ৪০. ইমাম আহমাদ, মুসনাদ আহমাদ, খ. ৩ পৃ. ৪২৮।

[42] ৪১. ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, হাদীস নং - ১৩০৩।

[43] ৪৩. ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ’, বাবু ইযা বাইয়ানাল বা‘য়িয়ানি ওয়ালাম ইয়াক্তুমা ওয়া নাসাহা।

10

ক) মজুদদারি

ইসলামের পরিভাষায় মজুদদারিকে احتكار ‘ইহতিকার ’ বলা হয়। ইমাম ইবন তাইমিয়া রাহেমাহুল্লাহ মজুদদার (محتكر) এর সংজ্ঞায় বলেন :

المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعـام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق المشترين۔

“মজুদদার সে ব্যক্তি যে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করে তার মূল্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আটক করে রাখে এবং সে এ কাজে ক্রেতাদের প্রতি জুলুম করে ”।[44]

ইসলামের দৃষ্টিতে মজুদদারি জঘন্য অপরাধ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه.

“যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য মজুদ করবে , তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। ”[45]

মজুদদারের ঘৃণ্য মানসিকতা স্পষ্ট করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

بئس العبد المحتكر إذا رخص الله الأسعار حزن و إذا غلى فرح

“নিকৃষ্ট মানুষ হল মজুদদার। মূল্য হ্রাসের সংবাদ পেলে তার খারাপ লাগে , আর মূল্য চড়া হলে আনন্দিত হয়। ”[46] অন্য হাদিসে এসেছে : المحتكر ملعـون والجـالب مـرزوق অর্থাৎ , “আমদানি-কারক রিযিকগ্রাপ্ত হয় , আর মজুদদার হয় অভিশপ্ত। ”[47]

খ. তালাক্কী

গ্রাম গঞ্জ হতে কৃষকরা সামগ্রী নিয়ে শহরের বাজারে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদের থেকে পাইকারিভাবে সব সামগ্রী খরিদ করে নেয়াকে ‘তালাক্কী ’ বলা হয়। গ্রামের কৃষকরা এতে প্রতারিত হতে পারে এবং যথাযথ মূল্য হতে বঞ্চিত হয়। তাই বাজার প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা ব্যাহত যেন না হয় এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছায় বাজার দাম যেন নিয়ন্ত্রিত না হয় , সে লক্ষ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাক্কী কে নিষেধ করেছেন। ”[48]

গ. দালালি বা নাজাশ

প্রকৃত ক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলে অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে নকল ক্রেতা সেজে পণ্যের উচ্চ মূল্য হাঁকানোকে নাজাশ বা দালালি বলে।[49]
এটি এক ধরনের প্রতারণা।
এর মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। তাই ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লামা তকী ওসমানী এর সংজ্ঞায় বলেন :

هو أن يزيد الرجل في ثمن السـلعة لا لرغبة في شـوائها، بل ليخـدع غـيره ليزيد ويشتريها.

---

[44] ৪৪. ইমাম আহমাদ ইবন্ আব্দুল হালীম ইবন্ তাইমিয়া , মাজমু ‘উল ফাতাওয়া , (মদীনা : বাদশাহ্ ফাহাদ্ কুরআন প্রিণ্টিং কম্পেক্স , ১৪১৬ হি . - ১৯৯৫ খ্রী .) খ. ২৮ পৃ . ৭৫।

[45] ৪৫. ইমাম আহমাদ, মুসনাদ আহমাদ , খ.২ পৃ .৩৩। শু ‘আইব আল-আরনা‘ঊত বলেন: হাদীসটির সনদ দূর্বল।

[46] ৪৬. ইমাম বাইহাকী , শু ‘আবুল ঈমান, সম্পাদনা : মুহাম্মাদ সা ‘য়ীদ যাগলুল , (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া , প্রথম সংস্করণ , ১৪১০ হি .), খ. ৭ পৃ . ৫২৫, হাদীস নং - ১১২১৫।

[47] ৪৭. ইমাম আব্দুর রায্যাক আস্ -সান ‘আনী, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক , সম্পাদনা : হাবীবুর রহমান আল -আ‘যামী , (বৈরূত : আল-মাক্তাবুল ইসলামী , দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৪০৩ হি .), খ. ৮ পৃ . ২০৪।

[48] ৪৮. মানছুর বিন ইউনুছ আল -বাঙ্গতী , কাশফুল কিনা ‘আন মাতনিল ইকনা’ (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০২ হি .), খ. ৩, পৃ . ১৮৭।

[49] ৪৯. দালালি এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Brokery, brokerage এবং আরবীতে একে - عمو لة السمسار – سمسرة বলে আখ্যায়িত করা হয়। দ্রঃ ড . মুহাম্মদ ফজলুর রহমান , তিন ভাষার পকেট অভিধান , (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনা , ২০০১) পৃ . ১৯৩। কোন ব্যক্তি স্বীয় আচরণ ও কারসাজির মাধ্যমে পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ে যদি কোন মধ্যস্থতা করে , যার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঘটে , তখন তাকে দালালি বলে।

11

“কোন ব্যক্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়, বরং অপরকে প্রতারিত করার জন্য এবং অধিক মূল্যে ক্রয়ে প্ররোচিত করা নিমিত্তে গ্রাহক সেজে দ্রব্যের চড়া মূল্য দেয়ার প্রস্তাব করাকে নাজাশ্ বলে।”[50]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন এবং এটিকে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর বলেছেন। তার ভাষ্য হলো:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দালালি থেকে নিষেধ করেছেন।”[51]

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ আবি আওফা বলেন:

الناجش آكل ربا، خائن

“দালাল ব্যক্তি সুদখোর, বিশ্বাসঘাতক।”[52] অপর এক হাদিসে এসেছে:

عن أبي هريـرة ط أن رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم نهى أن يسـتام الرجل على سوم أخيه.

“হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তি তার ভাই দর করার সময় দর করতে নিষেধ করেছেন।”[53]

বিক্রেতা ও ভোক্তাদের মাঝে দালাল বা Middle man এর অনুপ্রবেশের কারণে দ্রব্যের দাম কিছুটা বেড়ে যায়। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে নিষেধ করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقا على الله تبارك وتعالى ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة.

“কোন ব্যক্তি মুসলমানদের লেনদেনে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটালে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা আগুনের হাড়ের উপর তাকে বসিয়ে শাস্তি দিবেন।”[54]

ঙ. নকল পণ্য ও ভাল পণ্যের মিশ্রণ

অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পণ্য-দ্রব্যকে নকল অবস্থায় বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يـده فيها فنـالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ! ما هذا ؟ قال أصابته السماء يا رسـول الله ! قـال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ ثم قال من غش فليس منا.

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি খাদ্য স্তূপের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপটির মধ্যে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে তাঁর হাত ভিজে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রেতাকে বললেন: এটা কি হচ্ছে? সে বলল: এগুলোকে বৃষ্টিতে পেয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কেন ভেজা অংশকে বাহিরে রাখছ না, যাতে লোকেরা তা দেখতে পারে। জেনে রাখ- যারা প্রতারণা করে, তারা আমাদের (মুসলিম মিল্লাতের) অন্তর্ভুক্ত নয়।”[55]

৯. বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ

ইসলাম মানুষকে হালাল উপায়ে ব্যবসা বাণিজ্য করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং বাজার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সব ধরণের অসততা, পণ্য দ্রব্যের ভেজাল প্রবণতা রোধ কল্পে “আল-হিসবা”[56] ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব ইসলামী অর্থনীতিতে রয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য যে

---

[50] ৫০. আল্লামা মোহাম্মদ তকী ওছমানী, তাকমালাতু ফতহিল মুলহিম, (করাচি : দারুল উলূম, ১৯৯২), খ. ১, পৃ. ৩৩০।

[51] ৫১. ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, হাদীস নং - ২০৩৫।

[52] ৫২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং -২০৩৪।

[53] ৫৩. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং - ১৫১৫।

[54] ৫৪. ইমাম আহমাদ, মুসনাদ আহমাদ, খ.৫ পৃ. ২৭।

[55] ৫৫. ইমাম তিরমিযী, জামে‘ আত-তিরমিযী, হাদীস নং -১৩১৫।

12

[illegible]

[illegible][57] [illegible][58]

[illegible] ‘[illegible] [illegible] [illegible][59]

[illegible]

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

“[illegible]” [illegible][60]

[illegible]

---

[56] [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] وظيفة دينية شبه قضائية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسمى من يقوم بها محتسباً متى عينه ولي الأمر ممن يراه أهلا للقيام بها

“[illegible] ‘[illegible]’ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

من رأى منكم منكـرا فليغـيره بيـده فـإن لم يسـتطع فبلسـانه ومن لم يسـتطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ছ. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য তদারক ও পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ও খাদ্য দ্রব্যের গুদামজাত রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা।
জ. যেহেতু ভেজাল একটি বড় ধরনের প্রতারণা, যাতে খরিদদারকে ধোঁকায় ফেলে বেশি মুনাফা লাভ হয়। সেহেতু এ ধরনের অপরাধীকে প্রতারণা মামলার আওতায় নিয়ে এসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। উপরোক্ত প্রস্তাবনা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়ন ঘটলে এবং ইসলামী শরী‘আহ নীতি অনুসৃত হলে ভেজাল নামক এ অভিশাপ থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই রক্ষা পাবে।

15